সংস্করণঃ ১

ইউআইডিএআই এবং আধারের সাধারণ জ্ঞান

ইউআইডিএআই

ভারতীয় বিশিষ্ট পরিচয় প্রাধিকরণ

সূচনা

এই প্রশিক্ষণ মডিউলটির মাধ্যমে ইউনিক আইডিন্টিফিকেশান অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (UIDAI) এবং আধারের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করানো হবে।

এই মডিউলের উদ্দেশ্য পাঠকদের মধ্যে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ইউআইডিএআই এবং আধার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা। পরিচয় সম্পর্কিত সমসস্যা ও সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া একটি সমাধান-যার নাম হচ্ছে আধার, এর মূল ধারণাগুলি দিয়ে এই ম্যানুয়াল শুরু করা হয়েছে। এর প্রধান উপাদান ইউআইডিএআই-এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ ভিত্তিক। পরবর্তী পর্যায়ে ইউআইডিএআই পরিবেশগত প্রণালী সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া আছে। অন্তিম পর্যায়ে প্রত্যেকর জন্য আধারের সুবিধার কথা উল্লেখ করা আছে। এর উপাদানে পরিচিতির স্বতন্ত্রতা সম্পর্কিত বিষয়গুলিরও বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এতে বাস্তবিক জীবনের ঘটনাক্রমেরও অনেক উদাহরণ প্রস্তুত করা হয়েছে।

লক্ষিত পাঠক

- নথিভুক্তির অপারেটর
- নথিভুক্তি এজেন্সির সুপারভাইজার
- রেজিস্ট্রার সুপারভাইজার
- প্রচারক
- প্রযুক্তিগত সাহায্যের কর্মী
- যে কোনো ব্যক্তি, যিনি ইউআইডিএআই এবং আধার সম্পর্কে জানতে চান

নির্ভরশীল অথবা সংশ্লিষ্ট মডিউল

এই ম্যানুয়াল পড়ার জন্য ইউআইডিএআই অথবা আধারের পূর্ব জ্ঞান আবশ্যক নয়। এটি আধারের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম-এর আধারের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম-এর প্রাথমিক মডিউল এবং সমস্ত অংশগ্রহণকারীর জন্য অভিন্ন। পরবর্তী মডিউলগুলি বোঝার জন্য অভিন্ন। পরবর্তী মডিউলগুলি বোঝার জন্য এই মডিউলটি সম্পূর্ণ পাঠ করা প্রয়োজন।

সূচীপত্র

উদ্দেশ্য 1

আপনি অনন্য 1

প্রশ্নোত্তর 4

আপনার অনন্য পরিচয় প্রমাণ থাকার সুবিধা 4

নিজের পরিচয় প্রমাণিত করুন ! 5

যাচাই 'পরিচয়' 7

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি সমাধান – আধার 10

দি ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া) ইউআইডিএআই) 12

ইউআইডিএআই-এর লক্ষ এবং উদ্দেশ্য 14

ইউআইডিএআই ইকো প্রণালী 18

প্রশ্নোত্তর 21

প্রত্যেকের জন্য আধারের সুবিধা 21

মৌখিক প্রচার – সংযোগ ও সচেনতা বৃদ্ধি 23

সংক্ষিপ্ত রূপ / আদ্যক্ষর সমষ্টি 27

উদ্দেশ্য

এই মডিউল থেকে আপনারা শিখতে পারবেন

- ইউআইডি (ইউনিক আইডেন্টি)টি সংখ্যা/আধার কী?
- দি ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)-এর লক্ষ্য।

আপনি অনন্য

আপনি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন আপনি সেই সময় সারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করা হাজার-হাজার শিশুর মতই দেখতে করা হাজার-হাজার শিশুর মতই দেখতে ছিলেন। কয়েক মাস পরে আপনার মা-বাবা আপনার একটা নামকরণ করেন। এই আপনার একটা নামকরণ করেন। এই নাম আপনাকে ওই হাজার-হাজার শিশুদের মধ্য থেকে কিছুটা পৃথক করে।

থেকে কিছুটা পৃথক করে।

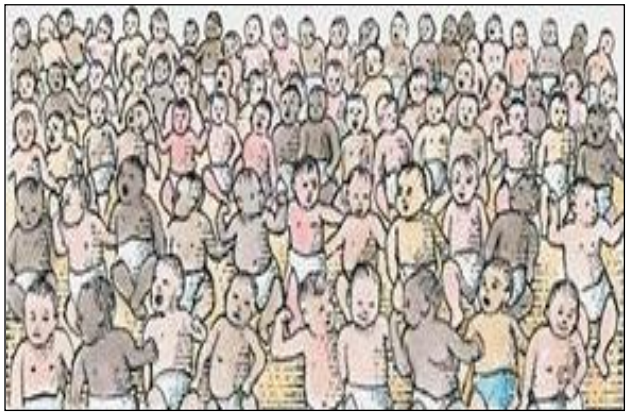

নাম

- বিদ্যালয়/কলেজের নাম যেখানে আপনি শিক্ষাগ্রহণ করেছেন
- ঠিকানা

এই সব তথ্য বিভিন্ন নথিপত্র থেকে যাচাই করা সম্ভব, যেমন-

- জন্ম শংসাপত্র
- বিদ্যালয় দ্বারা প্রদত্ত শংসাপত্র
- রেশন কার্ড

কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। অন্য কোন বিষয়গুলি বিষয়গুলি আপনাকে 'অনন্য' করে অর্থাৎ অন্যদের অর্থাৎ অন্যদের থেকে আপনাকে পৃথক করে? করে?

- নাম
- জন্মস্থান
- জন্মতিথি
- লিঙ্গ
- পিতা/স্বামী/মা/স্ত্রী/অভিভাবকের নাম

- ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি

কিন্তু এর কোনোটাই অব্যর্থ নয়। অনেক পরিস্থিতিতে আপনি অসুবিধায় পড়তে পারেন, যেমন

- নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে
- অন্য ব্যক্তি বা সংস্থার পক্ষে আপনার পরিচয় যাচাই করতে অসুবিধা হতে পারে।

আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য নথিভুক্ত করে রাখতে পারি যা প্রত্যেককে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে প্রত্যেককে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম। এর মধ্যে রয়েছে–

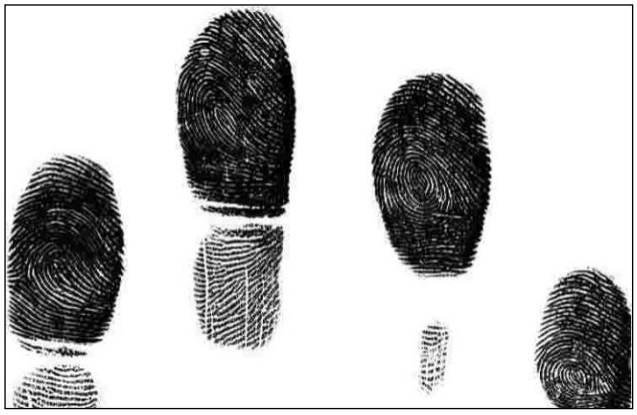

আঙ্গুলের ছাপ–আমাদের আঙ্গুলের ডগার রেখাগুলি ডগার রেখাগুলি অনন্য এবং তার ছবি তুলে তুলে ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য নথি করে রাখা নথি করে রাখা যায়।এটা বিভিন্ন সংস্থা সহ আদালত সংস্থা সহ আদালত এবং আর্থিক সংস্থা (ব্যাঙ্ক)দ্বারা (ব্যাঙ্ক)দ্বারা শনাক্তকরণের প্রক্রিয়ার একটি গ্রহণযোগ্য একটি গ্রহণযোগ্য নথি।

চিত্র ১- আঙ্গুলের ছাপ

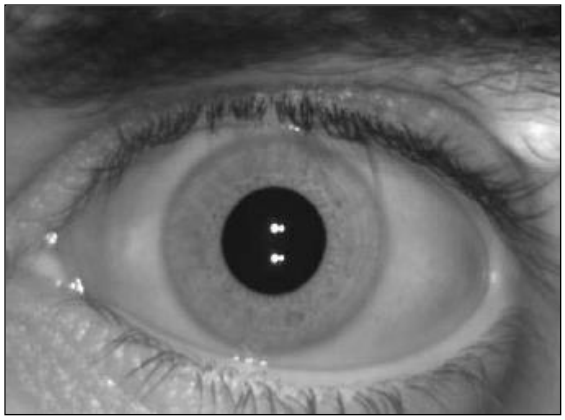

মুখের ছবি - সাধারণত আমাদের শনাক্তকরণের প্রক্রিয়ায় শনাক্তকরণের প্রক্রিয়ায় মুখের ছবি ব্যবহার করা হয়। মুখের করা হয়। মুখের স্বীকৃতি একটি উপায় যার মাধ্যমে ছবি মাধ্যমে ছবি অথবা ভিডিও থেকে ব্যক্তির চেহারার বিশেষ চেহারার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যকে শনাক্তকরণের জন্য ব্যবহার শনাক্তকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তি বিশেষের চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলির নির্যাস বার করে তা নির্যাস বার করে তা সংরক্ষিত করা যায়, ঠিক যেমন ঠিক যেমন আঙ্গুলের ছাপ সংরক্ষিত করা হয়।
হয়।

চোখের মণি -এটি চোখের একটি অংশ যার গঠন প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে ভিন্ন, যেমন আঙ্গুলের ছাপ। আজকের আঙ্গুলের ছাপ। আজকের প্রযুক্তির মাধ্যমে চোখের মনির বিস্তারিত বিবরণ ছবি রূপে নথিভুক্ত করে রাখা যায়।

নথিভুক্ত করে রাখা যায়।

চিত্র ২ :চোখের মণি

জন্ম শংসাপত্র, রেশন কার্ড ইত্যাদির সাথে ওপরে উল্লিখিত নথি গুলির কিছু অথবা সবকটা নথি মানুষকে নির্ভুল ভাবে শনাক্ত করতে ব্যবহার করা যায়।

নোটঃ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও বায়োমেট্রিক তথ্য

ব্যক্তি বিশেষের যে সব তথ্য যা সরকারি নথি থেকে পাওয়া যেতে পারে যেমন নাম, ঠিকানা, জন্মতিথি ইত্যাদিকে 'জনসংখ্যাতাত্ত্বিক' তথ্য বলা হয়। এর অন্তর্গত ব্যক্তির জাতীয়তা, বয়স, শিক্ষা, ধর্ম, পেশা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। সাধারণত এই ধরনের তথ্য পাসপোর্টের জন্য আবেদন ফর্ম, রেশন কার্ড, বিদ্যালয়ে ভর্তি ইত্যাদির প্রয়োজনে চাওয়া হয়। বায়োমেট্রিক তথ্য হল আমাদের শারীরিক ও তার অঙ্গের বৈশিষ্ট্য যেমন আঙ্গুলের ছাপ, চেহারার ছবি ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর

1. "অনন্য" কথাটির অর্থ কী?
2. চোখের মণি শরীরের কোন অংশে থাকে?
3. "জনসংখ্যাতাত্ত্বিক" কথাটির অর্থ কী?
4. "বায়োমেট্রিক" কথাটির অর্থ কী?

আপনার অনন্য পরিচয় প্রমাণ থাকার সুবিধা

আমরা সবাই যদি একই রকমের দেখতে হই আর সবার নাম যদি একই হত তাহলে কি হত?

বিশৃঙ্খলা! তাহলে নিজের পরিচয় প্রমাণিত করতে পারলে কী সুবিধা হতে পারে?

- আপনি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন যা শুধু আপনিই ব্যবহার করতে পারবেন। অর্থাৎ আপনার টাকা শুধু আপনিই তুলতে বা জমা করতে পারবেন, অন্য কেউ নয়।
- আপনি মোবাইল অথবা টেলিফোনের সংযোগ নিতে পারবেন।
- আপনি একটা বাড়ি, ব্যবসা অথবা দোকানের মালিক হতে পারেন যা আপনার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।
- আপনি অবহেলিত ও বঞ্চিত হলে সরকার আপনাকে ভর্তুকিতে রেশন দিয়ে এবং এই ধরনের অনেক সাহায্য করতে পারবে। আপনি তার যোগ্য।

নিজের অনন্য পরিচয় প্রমাণিত করতে পারলে আরো কিছু লাভ আছে কি?

নিজের পরিচয় প্রমাণিত করুন!

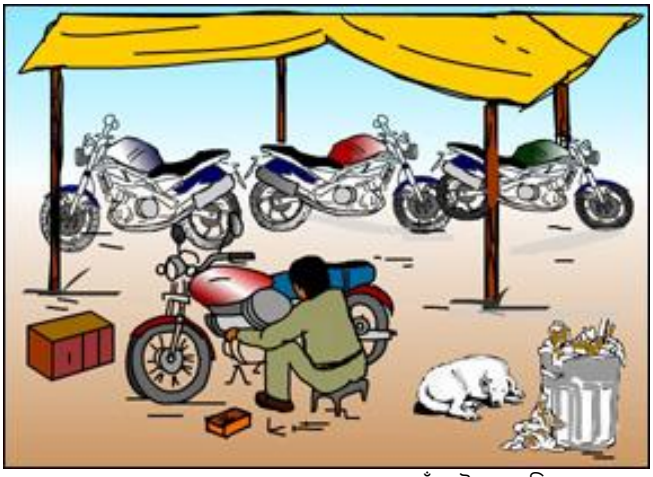

ঘটনা ১: মোটর মেকানিক সুনীল কুমার অন্য কুমার অন্য প্রদেশ থেকে এখানে এসেছেন। তিনি এসেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে অ্যাকাউন্ট খুলতে চান। ব্যাঙ্ক তার কাছ থেকে ফর্মের কাছ থেকে ফর্মের সাথে তাঁর পরিচয় ও ঠিকানার ও ঠিকানার প্রমাণ জমা করতে বলে। সুনীলের কাছে সুনীলের কাছে কোনো পরিচয়ের প্রমাণ নেই, অবশেষে প্রমাণ নেই, অবশেষে ব্যাঙ্ক তাঁর অ্যাকাউন্ট খুলতে অ্যাকাউন্ট খুলতে অস্বীকার করে। এখন সুনীলকে তাঁর এখন সুনীলকে তাঁর উপার্জন করা টাকা নিজের কাছে টাকা নিজের কাছে অথবা বাড়িতে রাখতে হয়। এর রাখতে হয়। এর ফলে যে কোনো সময় তাঁর টাকা চুরি হয়ে যেতে পারে অথবা অন্য কোনো ভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে কোনো ভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে তিনি সবসময় আতঙ্কে ভোগেন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট না থাকার জন্য তিনি বিভিন্ন না থাকার জন্য তিনি বিভিন্ন সরকারি পরিকল্পনার অন্তর্গত যোগ্য হওয়ার সত্ত্বেও ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত। তাই পাওয়ার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত। তাই তাঁকে রাস্তার ধারে মোটর সাইকেল মেরামতির কাজ করতে হয়। কাজ করতে হয়।

ঘটনা ২: এ.আর.বিজয় এবং বিজয় আর বস্তির কুঁড়ে ঘরে বাস কুঁড়ে ঘরে বাস করতেন। রাজ্য সরকারের একটা পুনর্বাসন প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীনে সেই স্থানে পাকা বাড়ি নির্মাণ করার কাজ নির্মাণ করার কাজ শুরু করেছিল। দুজনেরই এই প্রকল্পের অধীনে প্রকল্পের অধীনে ভাড়া করা পাকা বাড়ি পাওয়ার যোগ্যতা আছে। যোগ্যতা আছে। এ.আর.বিজয়ের কাছে এই প্রকল্পের অন্তর্গত যোগ্যতা প্রকল্পের অন্তর্গত যোগ্যতা পরিচয়ের প্রমাণ দাখিল করার মত দাখিল করার মত প্রয়োজনীয় নথি ছিল। দুর্ভাগ্য বশত বিজয়

বশত বিজয় এ.আর.-এর কাছে কোনো নথি ছিল না। বর্তমানে বিজয় এ.আর .সপরিবারে ফুটপাথে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। ফুটপাথে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। তার ঝুপড়ি ভেঙে আবাস প্রকল্প তৈরি হয়েছে যেখানে যোগ্য ব্যক্তি অথবা যাঁরা সম্পূর্ণ মুল্য যোগ্য ব্যক্তি অথবা যাঁরা সম্পূর্ণ মুল্য প্রদান করতে সক্ষম, তাঁরা থাকছেন।

ঘটনা ৩: নীতা একজন ৬৬ বছর বয়সী বৃদ্ধা, বয়সী বৃদ্ধা, তিনি দরিদ্র সীমার রেখার নীচে নীচে বসবাসকারী (বিপিএল)ব্যক্তি। বিপিএল অন্তর্ভুক্ত বিপিএল অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সরকারি বিভিন্ন সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প চালু আছে। এই প্রকল্পের অধীনে প্রকল্পের অধীনে বঞ্চিত মানুষদের রেশন, বৃদ্ধ ভাতা রেশন, বৃদ্ধ ভাতা ইত্যাদি প্রদান করা হয়। কিন্তু হয়। কিন্তু পরিচয় পত্র না থাকার জন্য নীতা কোনো নীতা কোনো সুবিধাই গ্রহণ করতে পারছেন না।

পারছেন না।

ওপরে উল্লেখিত ঘটনাগুলির বিচার করলে বোঝা যায় সমস্যার মূলে সঠিক পরিচয় পত্র না থাকা এবং পরিচয়ের অপ্রকৃত প্রমাণীকরণ, যার ফলে তারা তাদের অনন্যতা প্রমাণ করতে অক্ষম। এটা জেনে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক যে কেবল পরিচয় প্রমাণ থাকলেই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলা যায় না, বাড়ি বা রেশন পাওয়া যায় না। কিন্তু এই প্রমাণ পত্র না থাকলে সরকার দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য প্রকল্প তৈরি করতে পারবে। তাই পরিচয় পত্র থাকা অতি আবশ্যক।

‘পরিচয়’ যাচাই

পরিচয় যাচাই করা

নথি সঙ্গে থাকলে নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে সাহায্য করে। কিন্তু একটা সেবা প্রদানকারী সংস্থা কি ভাবে যাচাই করবে ও নিশ্চিত হবে যে আপনি যা নথিপত্র জমা করেছেন তা আপনারই?

বিশাল স্তরে এবং প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটি ব্যক্তির নথিপত্র যাচাই করা বাস্তবে সম্ভব না হতে পারে। উদাহরণ ব্যাঙ্কের গ্রাহক অথবা বিশাল সংস্থার কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।

এর একটা উপায় হল সচিত্র পরিচয় পত্র প্রদান করা।

বহু সংস্থা যেমন ব্যাঙ্ক, বিমা কোম্পানিগুলি গ্রাহকের হস্তাক্ষর অথবা আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে পরিচয় সুনিশ্চিত করে।তার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার সময়, বা বিমা কোম্পানি বিমা পলিসি বিক্রি করার সময় তাদের গ্রাহকদের হস্তাক্ষরের নমুনা অথবা আঙ্গুলের ছাপ সংগ্রহ করে থাকে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে রেশন কার্ড, পিডিএস ফটো কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড, কিসান ফটো পাসবই ইত্যাদি কোনো ব্যক্তির পরিচয়ের প্রমাণপত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। নিত্য কাজ কর্মের প্রয়োজনে প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত সচিত্র পরিচয় পত্র অথবা শনাক্তযোগ্য হস্তাক্ষর অথবা আঙ্গুলের ছাপ সঙ্গে রাখা।

কিন্তু যাদের কাছে এই সব নথিপত্র নেই তাদের সমস্যা থেকেই যায়। তাহলে সমাধান কী?

নোটঃ বাসিন্দা

যে ব্যক্তি বর্তমানে ভারতবর্ষে বসবাস করছেন সেই ব্যক্তিকেই ভারতের **বাসিন্দা** বলা হয়।

বায়োমেট্রিক অনুমোদন

ক্রেডিট কার্ড অথবা ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে বাসিন্দার পরিচয় প্রমাণ জরুরি। বাসিন্দার পরিচয় প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় ফটো এবং অন্যান্য নথিপত্র জমা দেওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে জড়িত করার জন্য এই প্রক্রিয়া।

সরকারী নথিতে সদৃশ নাম অথবা অবর্তমান নাম থাকতে পারে (যাদের 'ভুতুড়ে' বলা হয়)।

ঘটনা ১: মানব রোহিতের রেশন কার্ড ও চেক বই চুরি করে (এটাকে পরিচয় চুরি বলা হয়) এবং নিজেকে রোহিত বলে দাবি করে (এটাকে ব্যক্তিত্ব আরোপ বলা হয়)। কিস্তিতে টেলিভিশন কেনার জন্য মানব চুরি করা রেশন কার্ড দিয়ে তার নিজের ঠিকানার প্রমাণপত্র প্রস্তুত করে। চেক ভাঙাতে না পেরে বিক্রেতা নিজের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে সেই ঠিকানায় যায়। রোহিত যে টেলিভিশন কেনেননি তা বোঝাতে তাঁকে যথেষ্ট সমস্যায় পড়তে হয়েছিল।

ঘটনা ২: হুবহু একই রকম দেখতে দুই যমজ ভাই একই ছাদের তলায় থাকলে তাদের আলাদা ভাবে চিহ্নিত করবেন কী ভাবে?

এরপর আপনারা বুঝতে পারবেন একজন ব্যক্তির অনন্যতা প্রমাণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। এক ব্যক্তির অনন্যতা স্থাপন করার নির্দিষ্ট কোনও মানদণ্ড নেই। **অতএব সরকারি অথবা ব্যক্তিগত সংস্থায় নিয়োগের জন্য একাধিকস্তরে তার যাচাই করা হয়। এইভাবে বিভিন্ন স্তরে নিজের পরিচয় যাচাই করার অর্থ হলো অনেক টাকা, সময় ও শ্রম ব্যয় করা।**

একজন ব্যক্তির পরিচয় প্রমাণের সমস্যার উৎকৃষ্ট সমাধান হলো বায়োমেট্রিক যাচাই করা।

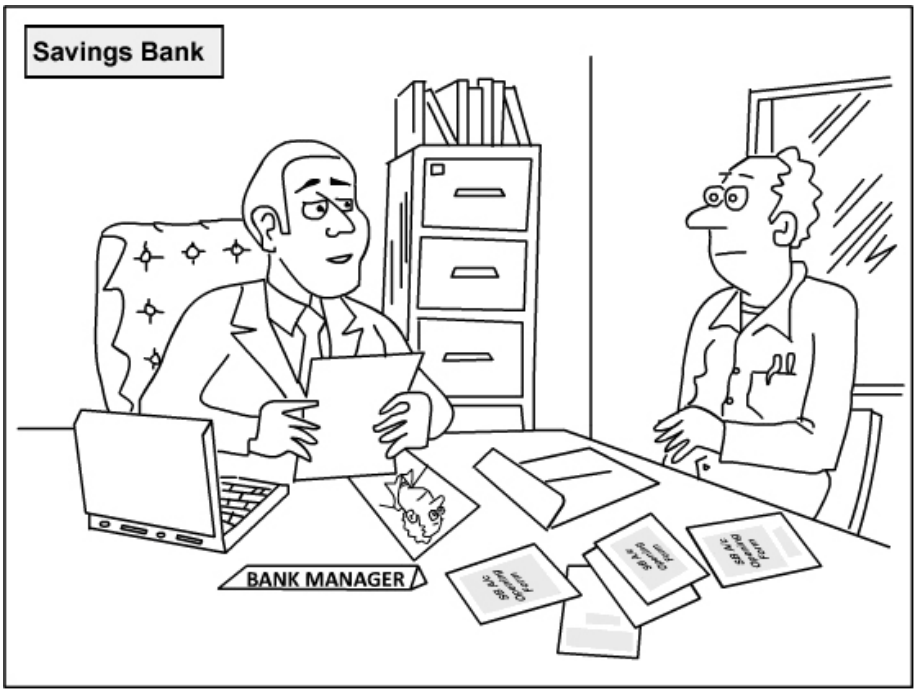

চিত্র ৩: পরিচয়ের নথিপত্র দিয়ে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি সমাধান – আধার

ভারত সরকার ভারতে বসবাসকারীদের শনাক্তকরণের জন্য এক অনন্য পরিকল্পনা নিয়েছে। এর লক্ষ্য হল প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও বায়োমেট্রিক তথ্যের ভিত্তিতে এক অনন্য সংখ্যা প্রদান করা। এই অনন্য সংখ্যার বৈশিষ্ট্য নীচে উল্লেখ করা হল।

- প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের জন্য যথেচ্ছভাবে ১২ টি সংখ্যা সৃষ্টি করা হবে। উদাহরণ হিসেবে ২৬৫৩ ৮৫৬৪ ৪৬৬৩। এই সংখ্যাকে অনন্য শনাক্তকরণ (ইউআইডি) সংখ্যা অথবা আধার সংখ্যা বলা হবে।

- এই সংখ্যা অনন্য হবে অর্থা দুজন নাগরিকের কখনই একই সংখ্যা হবে না।
- কোনো ব্যক্তির দুটো সংখ্যা হবে না কারণ আধার কেবল মাত্র সাধারণ নাম, ঠিকানা, বয়স ভিত্তিকই হবে না বরং এর সাথে বায়োমেট্রিক তথ্য থাকবে যা প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলাদা-আলাদা এবং অনন্য হয়ে থাকে।

- প্রতারণার সুযোগ খর্ব করার উদ্দেশ্যে আধার সংখ্যায় অতিরিক্ত কোনও মূল্য ভিত্তিক অথবা কাঠামো ভিত্তিক তথ্য প্রদান করা হবে না। এটি একটি লটারিতে পাওয়া সংখ্যার মত যথেচ্ছভাবে সৃষ্টি করা সংখ্যা।

- AADHAR (আধার) শুধুমাত্র পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে, নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে নয়।

- কোনো ভারতীয় নাগরিকের জন্য আধার সংখ্যা প্রাপ্ত করা বাধ্যতামূলক নয়, এটা ঐচ্ছিক প্রকল্প। তবে ভবিষ্যতে কিছু পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা (সরকারী ও ব্যক্তিগত) তাদের পরিষেবা নেওয়ার জন্য আধারকে বাধ্যতামূলক করতে পারে।

  উদাহরণ যেমন গণ বন্টন প্রণালী বিভাগ (পিডিএস) ব্যক্তিগত আধার সংখ্যার ভিত্তিতে রেশন কার্ড বন্টন করতে পারে। রেশন কার্ডে তাদের আধার সংখ্যা উল্লেখ করা থাকতে পারে।

দ্রষ্টব্য :আধার কি?

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত আধার শব্দের মূল অর্থ হল 'ভিত্তি'। অনন্য শনাক্তকরণ সংখ্যাকে সম্বোধিত করতে আধার শনাক্তকরণ সংখ্যাকে সম্বোধিত করতে আধার শব্দের চয়ন করা হয়েছে। এটা একটি ১২ অঙ্কের সংখ্যা যা প্রতিটি ভারতীয়

অঙ্কের সংখ্যা যা প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককে তার জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও বায়োমেট্রিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

তথ্যের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

দ্রষ্টব্য :জন বিতরণ ব্যবস্থা (পিডিএস)

গণ বন্টন প্রণালী বিভাগ (পিডিএস) নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বহু সংখ্যক মানুষকে নিরন্তর অপরিহার্য সামগ্রী বণ্টন করে থাকে, যাকে আমরা রেশন দোকান বলে জানি। এই সামগ্রী গম, চাল, চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি হতে পারে।

ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)

২০০৯ সালের ২৮ জানুয়ারি পরিকল্পনা কমিশন ইউআইডিএআই-কে কমিশনের সঙ্গে যুক্ত একটি অফিস হিসাবে ঘোষণা করে। প্রাথমিকভাবে ১১৫ জন কর্মকর্তাকে এই দলে রাখা হয়।

কেন্দ্রীয় পরিচয় সংগ্রহস্থলের তথ্য (সিআইডিআর) ইউআইডিএআই রেগুলেটরি অথরিটির দ্বারা পরিচালিত হবে।যা আধার নম্বর প্রদান করবে, বাসিন্দাদের তথ্য আপডেট করবে এবং প্রয়োজন মত বাসিন্দাদের পরিচয়ের অনুমোদন জানাবে।

প্রত্যেক ভারতীয় যেন আধারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন তার জন্য উপযুক্ত আইন, প্রযুক্তি ও পরিকাঠামোর প্রয়োগ নিশ্চিত করবে ইউআইডিএআই।

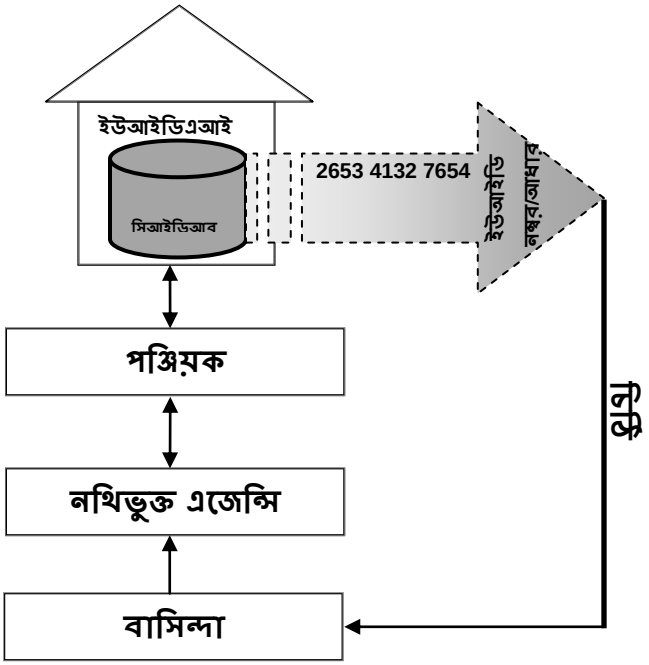

ইউআইডিএআই-এর লক্ষ এবং উদ্দেশ্য

ইউআইডিএআই-এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল:

- ইউআইডিএআই ভারতীয় নাগরিকদের আধার প্রদান আধার প্রদান করবে যা
  - সহজে কম খরচে এবং দ্রুত যাচাই করা যাবে করা যাবে
  - নকল ও জাল পরিচয় পত্রের সম্ভাবনাকে এড়ানো সম্ভাবনাকে এড়ানো যাবে

- ইউআইডিএআই প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে এই প্রকল্পে নাগরিককে এই প্রকল্পে সম্মিলিত করবে তবে

তবে **ভারতের দরিদ্র মানুষদের উপর এই প্রকল্পের দৃষ্টি থাকবে।** সাধারণত দরিদ্র মানুষের মানুষের কাছে নিজেদের পরিচয়ের নথি প্রমাণ থাকে না। এই মানুষদের হয়রানি বা অসুবিধা না করেই এদের বা অসুবিধা না করেই এদের প্রত্যেককে আধার প্রদান করা হবে।

চিত্র ১: ভারতের সমস্ত বাসিন্দাদের আওতাভুক্ত করা হচ্ছে

- ভারত সরকার অনেক দিন ধরেই নাগরিকদের জনগণনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে আসছে।

- তবে, বর্তমান পরিচয়ের ডেটাবেসগুলিতে যেমন গণ বন্টন প্রণালী (পিডিএস), আয়কর, পেনশন প্রকল্প ইত্যাদিতে অনেক সময় 'ভুতুড়ে' সমস্যা দেখা যায় এবং জালও করা হয়।

- উদাহরণ হিসেবে, ৪৫ বছর বয়সী কে এস কে দুর্গা কয়েক বছর আগে মারা যান। ৪৩ বছর বয়সী কে দুর্গা নামে এক ব্যক্তি কে এস কে দুর্গার পরিচয় ভাড়িয়ে সকল সুবিধা প্রাপ্ত করেন যার যোগ্য তিনি ছিলেন না। আধার এই ধরনের জালিয়াতি প্রতিরোধ করতে পারবে।

- ইউআইডিএআই ডেটাবেস এই ধরনের ভুল প্রতিরোধ করতে ইউআইডিএআই পরিকল্পনা করে যে তাদের ডেটাবেসে ডেমোগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক তথ্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত যাচাইয়ের পর বাসিন্দাদের নথিভুক্ত করা হবে। এর ফলে গোড়া থেকেই সংগ্রহীত তথ্যের সত্যতা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। যদি পরিষেবার সুবিধা গ্রহণের জন্য কোনো ব্যক্তির পরিচয় প্রমাণ হিসেবে বায়োমেট্রিক তথ্যের ব্যবহার করা হয় তাহলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

দ্রষ্টব্য :ডেটাবেস

ডেটাবেস অর্থাৎ তথ্যভাণ্ডার হল সম্পর্কিত কোনো বিষয়ের তথ্যের সংগ্রহশালা, যেমন টেলিফোন ডিরেক্টরিতে একটি তথ্যভাণ্ডার। টেলিফোন ডিরেক্টরিও ডেটাবেসের একটি নমুনা। ডেটাবেস কম্পিউটারে সুরক্ষিত করে রাখা যায় যাতে সহজে এবং দ্রুত তা পাওয়া সম্ভব হয়।

নাম	ঠিকানা	বয়স
এ রায়	৩৪ এম.জি. রোড, মুম্বাই – ৫৪	৫৬
রায় এ	এস.জি মার্গ, বাঙ্গালোর - ২০	৪৩
মুরুলি কে	১১ বি, পাতিল কলোনি, কলকাতা-৭১	২৪
সমীর জি	মীরা বাজার, দিল্লি – ১	৩৩
আর প্রসাদ	৪৩ নেতাজি নগর, চেন্নাই-২৩	২৬
ডেভিড এম	১১, প্যালেস রোড, মুম্বাই – ১	৭৬
ডেভিড এম	প্যালেস রোড, মুম্বাই – ১	৭১

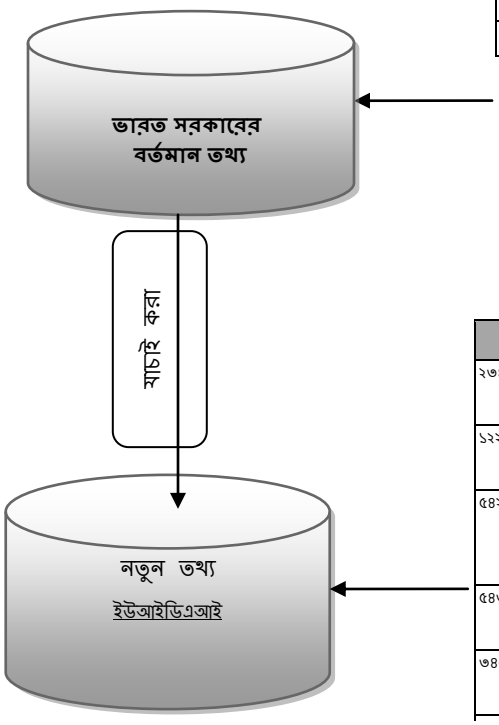

আধার	নাম	ঠিকানা	বয়স	.....
২৩৪১ ৪৫৬৪৩২৪৪	এ রায়	৩৪ এম.জি. রোড, মুম্বাই - ৫৪	৫৬	.....
১২২৪ ৬৫৭৪ ২৫১৭	পি সেন	৪৩, জি.টি রোড, গোয়া – ৩২	৩৪	.....
৫৪২৩৪৫২৬১২৩২	মুরুলি কে	১১ বি, পাতিল কলোনি, কলকাতা-৭১	২৪	.....
৫৪৩২ ৪৫২৪ ৬৭৮৭	সমীর জি	মীরা বাজার, দিল্লি –১	৩৩	.....
৩৪৫৬ ১৩২৪ ৬৭৫৪	ডেভিড এম	১১, প্যালেস রোড, মুম্বাই-১	৭৬	.....

চিত্র ৫: বায়োমেট্রিকের ভিত্তিতে ডি-ডুপ্লিকেশনের পর আধারের অতিরিক্ত কলামে চূড়ান্ত ডেটাবেস থাকবে

ডি-ডুপ্লিকেশন– অমিত বি মুম্বাই শহরে আবেদন করে আধার পেয়েছিলেন। কয়েক বছর পর তিনি কলকাতায় বসবাস শুরু করেন এবং পুনরায় আধারের জন্য আবেদন করেন। এবার তিনি অমিত ভানোত বলে নিজের নাম উল্লেখ করেন। ডেমোগ্রাফিক এবং বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করার পর সিআইডিআর-এর মধ্যে সেই তথ্যের নকল আছে কিনা যাচাই করা হয়। যেহেতু অমিত বি তথ্য আগে থেকেই সিআইডিআর-এর মধ্যে সংগ্রহীত আছে তাই তাঁর আবেদন নাকচ হয়ে যায়। এবং আধার নম্বর তৈরি হবেনা। এর কারণ হল অমিত তার জন্মতিথি জাল করতে পারে এবং একাধিক নাম ভাঁড়াতে পারে কিন্তু নিজের বায়োমেট্রিক তথ্যে পরিবর্তন করতে পারবে না, যেমন আঙ্গুলের ছাপ, এবং চোখের মনি। তাই একবার ভুল নাম নিয়ে তালিকাভুক্ত হলে আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া নাম পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না।

- ইউআইডিএআই পরিচয় যাচাইয়ের এক শক্তিশালী মাধ্যম পেশ করতে চলেছে (ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, টেলিফোনের মাধ্যমে), যার ফলে প্রত্যেকের ডেমোগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক তথ্য সিআইডিআর- এ নথিভুক্ত করা থাকবে। এই ডেটাবেসটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত থাকবে যার সংযোগ সরকারি ও ব্যক্তিগত সংস্থার সাথে থাকবে, যেমন ব্যাংক।

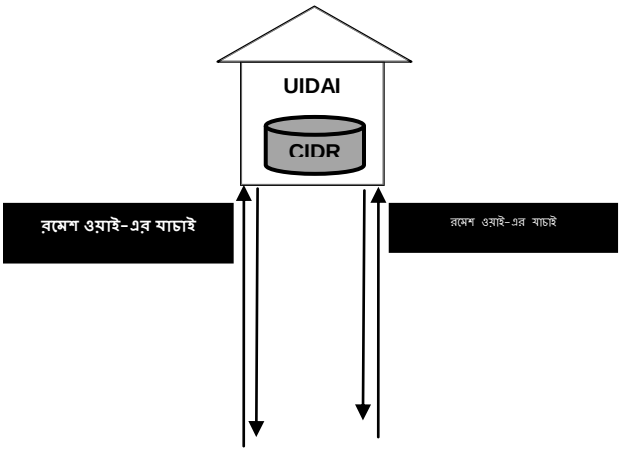

উদাহরণ, ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে ব্যাঙ্ক আধার ব্যাঙ্ক আধার নম্বর চাইতে পারে ও গ্রাহকের বায়োমেট্রিক গ্রাহকের বায়োমেট্রিক তথ্য ধরে রাখতে পারে। তারপর পারে। তারপর সেই তথ্য ইউআইডিএআই-এর কাছে ইউআইডিএআই-এর কাছে যাচাইয়ের জন্য পাঠাতে পারে। জন্য পাঠাতে পারে। ইউআইডিএআই সিআইডিআর-এর সিআইডিআর-এর ডেটাবেসে তথ্য পরীক্ষা করে সেই পরীক্ষা করে সেই ব্যক্তির পরিচয় প্রতিপন্ন করে হ্যাঁ করে হ্যাঁ অথবা না জানিয়ে দেবে।

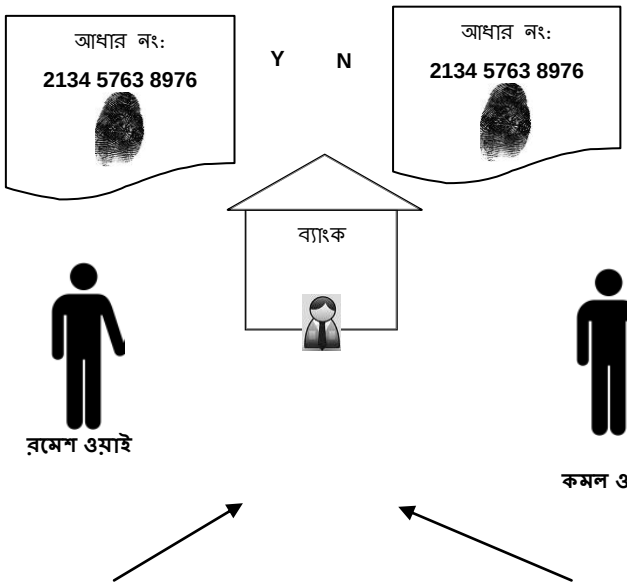

সংলগ্ন চিত্রে, রমেশ ওয়াই এবং কমল এস দুজনেই ব্যাঙ্কে দুজনেই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলেন। দুজনেই একই গেলেন। দুজনেই একই আধার নম্বর দিলেন তাদের পরিচয় দিলেন তাদের পরিচয় প্রমাণ হিসাবে। সেই নম্বর সেই নম্বর প্রমাণীকরণ করার সময় দেখা যায় কমল এস যায় কমল এস তার পরিচয় হিসাবে রমেশ ওয়াই-এর রমেশ ওয়াই-এর আধার নং ব্যবহার করেছেন। অতএব করেছেন। অতএব কমল এস- এর আবেদন খারিজ হয় আবেদন খারিজ হয় যাবে।

চিত্র ৬: যাচাই প্রক্রিয়া

- ইউআইডিএআই-এর পরিকাঠামোতে প্রযুক্তি প্রধান ভূমিকা পালন করবে। আধারের তথ্য ভান্ডারে প্রতিটি নাগরিকের ডেমোগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক তথ্য একটা কেন্দ্রীয় কম্পিউটারে সংগ্রহীত থাকবে। নাগরিকদের তালিকাভুক্তি কম্পিউটারের মাধ্যমে হবে এবং তালিকাভুক্তি কেন্দ্র ও সিআইডিআর-এর মধ্যে তথ্য বিনিময় হবে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। নাগরিকের পরিচয় পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা অনলাইনে যাচাই করা যাবে। ইউআইডিএআই তথ্যের সুরক্ষা ও গোপনীয়তা রক্ষা করার উপায় গ্রহণ করবে, অন্য কোনো অননুমোদিত ব্যক্তি তা জানতে পারবে না।

ইউআইডিএআই ইকো প্রণালী

"একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকার সমস্ত জীব এবং নির্জীব বস্তুর সমাবেশ এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে বার্তালাপ নিয়ে গঠিত"।

ইকো প্রণালীর সচিত্র প্রতিরূপ

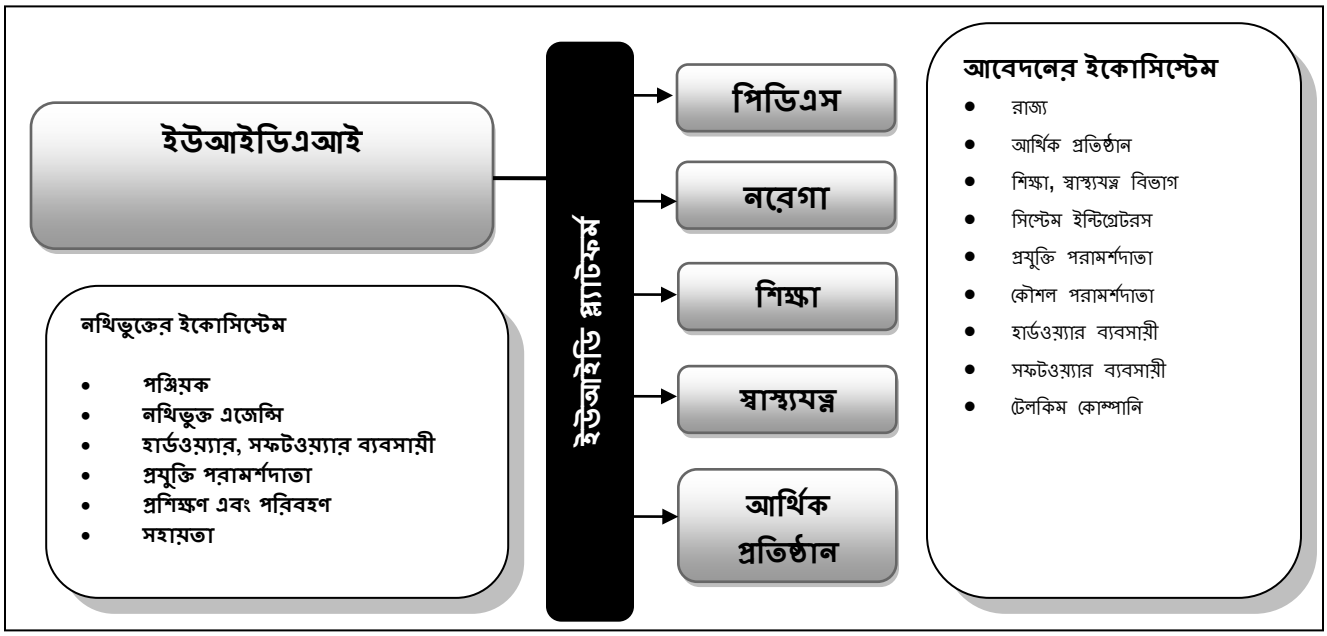

চিত্র ৭: ইউআইডিএআই ইকো প্রণালী

ইউআইডিএআই ইকো প্রণালী বিভিন্ন ধরনের অংশগ্রাহক ও তাদের পারস্পরিক বার্তালাপ দিয়ে রচিত।
ইকো প্রণালীর প্রধান অংশগ্রাহক হলঃ

- **ইউআইডিএআই**: একটি ভারত সরকার দ্বারা বাস্তবায়িত সংস্থা।ইউআইডিএআই তালিকাভুক্তি ও যাচাইয়ের বিভিন্ন পদ্বতির বিধান দেবে। সেই বিধান মেনে ইউআইডি পদ্ধতিতে নথিভুক্তি করা হবে।

- **প্রচারক**: একজন ব্যক্তি যে রেজিস্ট্রার ও ইউআইডিএআই-এর দ্বারা পঞ্জীয়নভুক্ত এবং তার কাজ হল যে ব্যক্তির পরিচয়ের কোনো বৈধ নথি নেই তার ঠিকানা, পরিচয়জনিত তথ্য নিশ্চিত করা। প্রচারক কেবল যে ব্যক্তিদের চেনে কেবল তাদেরই পরিচয় ও ঠিকানা নিশ্চিত করবেন। প্রচারক নিজের আধার নং ব্যবহার করে অন্য ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করবেন। অতএব তাকে আগে আধার নং পেতে হবে।

- **রেজিস্ট্রার**: রেজিস্ট্রার ভারতীয় নাগরিকদের নথিভুক্তির উদ্দেশ্যে ইউআইডিএআই-এর দ্বারা স্বীকৃত সরকারি এবং বেসরকারি দুই সংস্থাই হতে পারে। যেমন পাবলিক সেক্টর ব্যাংক, বিমা কোম্পানি যেমন এলআইসি, এলপিজি বিক্রেতা, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (আরএসবিওয়াই), ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (এনআইইজিএ), ইত্যাদি।

- **নথিভুক্তি সংস্থা:** রেজিস্ট্রার দ্বারা নিযুক্ত নথিভুক্তির উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থা। এরা রেজিস্ট্রারের হয়ে কাজ করেন এবং রেজিস্ট্রারের প্রতি দায়বদ্ধ।
- **নথিভুক্তি সংস্থার সুপারভাইজার:** এদের কাজ হল নথিভুক্তি কেন্দ্র স্থাপিত করা এবং তার পরিচালনা করা এবং কোনো সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান করা।
- **নথিভুক্তি সংস্থার অপারেটর:** এরা নাগরিকদের জনসংখ্যাতাত্বিক এবং বায়োমেট্রিক তথ্য গ্রহণ করা। এরা নাগরিকদের সাথে সরাসরি কথাবার্তা বলেন।
- **বাহক:** নথিভুক্তি সংস্থা দুত অথবা ডাক বিভাগের সাথে বন্ধন সৃষ্টি করবে যাকে 'বাহক' বলা হয় কারণ এরা নথিভুক্তি সংস্থা এবং সিআইডিআর-এর মাঝে বিতরণ সংস্থা হিসাবে কাজ করবে।

- **হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার বিক্রেতা**: হার্ডওয়্যার বিক্রেতা ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, প্রিন্টার, বায়োমেট্রিক যন্ত্র ইত্যাদি সরবরাহ করবেন। সফ্টওয়্যার বিক্রেতা অপারেটিং সিস্টেম যেমন (Windows XP, Vista, Windows 7), এপ্লিকেশান সফ্টওয়্যার ইত্যাদি সরবরাহ করবেন।

- **প্রশিক্ষণ সংস্থা:** এরা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা এবং সম্পর্কিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে, যেমন নথিভুক্তি কার্যকারক, কর্মকর্তা প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার কর্মী ইত্যাদি ।

- **পরীক্ষাকরণ ও প্রমাণপত্র প্রদানকারী সংস্থাঃ** এই সংস্থা আধার তালিকাভুক্তি প্রকল্পে কাজ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের (যেমন তালিকাভুক্তি সংস্থার কার্যকারক (মুল্যায়ন করে। এর মাধ্যমে কেবল প্রশিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তির নিযুক্তি সুনিশ্চিত করা হয়।

- **যোগাযোগ কেন্দ্র:** এরা ইউআইডিএআই-এর প্রয়োগে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান করবে। যে কেউ হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে অথবা ই-মেল করে নিজের সমস্যা জানাতে পারেন।

- **পোর্টাল রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থাঃ** এরা ইউআইডিএআই-এর ওয়েবসাইটের রক্ষণাবেক্ষণ করে। করে। (http://www.uidai.gov.in)

- **প্রমাণীকরণ ব্যবহারকারী সংস্থাঃ** যেকোনো সংস্থা যাদের নিজের পরিষেবা প্রদান করার জন্য অথবা তাদের পরিষেবার নাগাল পেতে গ্রাহকের/দানগ্রাহীর পরিচয় প্রমাণীকরণের প্রয়োজন হয়, যেমন ব্যাংক- তাদের গ্রাহকের পরিচয় প্রমাণীকরণের পর তাদের সেভিং অ্যাকাউন্ট উপলব্ধ করার অনুমতি দেয়, এনআরইজিএ-তালিকাভুক্ত কর্মীদের পরিচয় যাচাই করে এবং তাদের মজুরি অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি উপলব্ধি করায়।

দ্রষ্টব্য :উপযোগী পরিভাষা

ইউআইডি প্রক্রিয়া ভাল করে বুঝতে হলে কিছু-কিছু শব্দের পরিভাষা যেনে রাখা বাঞ্ছনীয়ঃ:

- **আধার নম্বরঃ** এটা একটা সরকার প্রদত্ত ১২ সংখ্যার নম্বর যা ভারতীয় নাগরিকের পরিচয় ও নিবাস স্থলের প্রমাণ বহন করে।
- **কেন্দ্রীয় আইডি ডেটা রিপোজিটরি (CIDR):** ইউআইডিএআই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত একটি রিপোজিটরি। এর দায়িত্ব আধার সংখ্যা বিতরণ করা, নাগরিকদের তথ্যের আধুনিকীকরণ করা ও প্রয়োজন মত নাগরিকের পরিচয়ের যাচাই করা।

- **নথিভুক্তি:** একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নাগরিক দের তথ্য (জনতাত্বিক এবং বায়োমেট্রিক তথ্য সহ)নথি করে রাখা হয়। UIDAI দ্বারা নিযুক্ত রেজিস্ট্রার তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া টি করেন। রেজিস্ট্রার কোনো সংস্থার মাধ্যমে তালিকাভুক্তির কাজ করাতে পারেন।

- **নথিভুক্তি কেন্দ্র:** সেই স্থান যেখানে নথিভুক্তির কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রতিটি নথিভুক্তি কেন্দ্রে নথিভুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার মত ব্যবস্থা থাকে। একটি তালিকাভুক্তি কেন্দ্রের একাধিক কর্মকেন্দ্র থাকতে পারে।

- **নথিভুক্তি কর্মকেন্দ্র:** একটি পদ্বতি যেখানে নাগরিকদের ডেমোগ্রাফিক ও বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তালিকাভুক্তির ব্যবস্থাপনায় একটি কম্পিউটার, বায়োমেট্রিক যন্ত্র ও প্রিন্টার জাতীয় কিছু আরো উপকরণ থাকে।

প্রশ্নোত্তর

1. ইউআইডিএআই ইকো প্রণালীতে ‘প্রচারক’ কথাটির অর্থ কি?
2. ইউআইডিএআই রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব কি?
3. নথিভুক্তি কি?
4. নথিভুক্তি সংস্থার সুপারভাইজারের দায়িত্ব কি?

প্রত্যেকের জন্য আধারের সুবিধা

বাসিন্দা, রেজিস্ট্রার, এনরোলার ও ভারত সরকার নীচে উল্লিখিত সুবিধা লাভ করবেনঃ

- **বাসিন্দা:** পরিচয় যাচাইয়ের জন্য আধার একটা একক উৎস হবে। একবার বাসিন্দারা তালিকাভুক্ত হয়ে গেলে একাধিক ক্ষেত্রে তারা এই নম্বরটি ব্যবহার করতে পারবেন।প্রতিবার তাদের পরিষেবা যেমন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে, পাসপোর্ট তৈরি করতে, ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে ইত্যাদি প্রয়োজনে পরিচয়ের প্রমাণপত্র প্রস্তুত করার প্রয়োজন হবে না।

  বিশাল সংখ্যক মানুষ যাদের কাছে বর্তমানে নিজের পরিচয়ের প্রমাণ নেই তারা ‘প্রচারক’ প্রথার মাধ্যমে একটা ‘পরিচয়’ পাবেন। আধার নম্বর(অথবা ইউআইডি) সব পথ খুলে দেওয়ার এক চাবিকাঠি হবে, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষদের জন্য।

- **রেজিস্ট্রার এবং নথিভুক্ত কর্তা:** ইউআইডিএআই সর্বদা পুনরাবৃত্তি রোধ করে নাগরিকদের তালিকাভুক্ত করবে। এর ফলে পুনরাবৃত্তি রেজিস্ট্রার তার তথ্য ভাণ্ডার থেকে পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে সঠিক তথ্য রাখতে পারবেন। এর ফলে উল্লেখযোগ্য ভাবে কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থিক সাশ্রয় হবে। ব্যয়ের দৃষ্টিতে ইউআইডিএআই-এর যাচাই প্রণালীতে রেজিস্ট্রার পরিষেবা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা পরিচয়ের সঠিক প্রমাণ কম খরচে প্রস্তুত করতে পারবেন। সামাজিক লক্ষ্যে একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয় সংখ্যার মাধ্যমে রেজিস্ট্রার তার প্রসার দলের মধ্যে বৃদ্ধি করতে পারবেন যেখানে বর্তমানে পরিচয় যাচাই করা অসুবিধাজনক। আধার প্রদত্ত বলিষ্ঠ পরিচিতি পরিষেবার মান উন্নত করার পাশাপাশি নাগরিকদেরও সন্তুষ্টি প্রদান করবে।

- **সরকার:** বিভিন্ন প্রকল্পে পুনরাবৃত্তির অবসান ঘটিয়ে সরকার প্রকল্পের ব্যয় লঘু করতে সক্ষম হবে। এর ফলে সরকারের কাছে নাগরিকদের একটা নিখুঁত তথ্য ভান্ডার থাকবে যার ফলে সরাসরি প্রকল্পের সুবিধা প্রকৃত ব্যক্তিকে প্রদান করা সম্ভব হবে এবং সরকারি বিভাগ তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে বিনিয়োগে সমন্বয় রাখতে পারবে।

দ্রষ্টব্য :এনআরইজিএ প্রকল্প

ভারত সরকারের লক্ষ্য বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে অর্থ বিতরণের প্রক্রিয়াকে উন্নত করা এবং দরিদ্র ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের স্বার্থে বিভিন্ন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ছে। আশা করা হচ্ছে দেশের আর্থিক বিকাশে তারাও অংশ গ্রহণকারী হতে পারবেন।

ফ্ল্যাগশিপ এনআরইজিএ প্রকল্পের দৃষ্টান্ত প্রস্তুত করা যেতে পারে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে এই পরিকল্পনায় বহু 'ছিদ্র' ছিল। যারা এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল তারা অর্থাৎ প্রকৃত ব্যক্তিরা সুবিধা পায়নি। কিছু বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ২০০৭ সালে দরিদ্র মানুষরা এনআরইজিএ-এর মজুরি বাবদ মাত্র ১,২৭০ কোটি টাকা পেয়েছেন যেখানে এই বাবদ ৫,৮৪০ কোটি টাকা খরচ করা হয়ছিল। সরকার এই প্রকল্পে ২০০৬-০৭ সালে ৮,৮২৩ কোটি টাকা ও ২০০৯-১০ সালে ৩৯,০০০ কোটি টাকা খরচ করে কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য মাত্রার মাত্র ১৪.৭ %ফল পাওয়া যায়।

মৌখিক প্রচার - সংযোগ ও সচেনতা বৃদ্ধি

আধারের সুফল ভারতের প্রতিটি নাগরিক পাবেন। এই বার্তা দেশের কোনায় কোনায় পৌঁছে দেওয়া উচিত যাতে প্রতিটা মানুষ আধার ও তার সুবিধা সম্পর্কে অবগত হন। আধার সম্পর্কে জন সম্পর্কের লক্ষ্যঃ

- **সম্পূর্ণ প্রচারঃ** যাতে প্রতিটা মানুষের কাছে বার্তা সুনিশ্চিত ভাবে পৌঁছে যায়।
- **আধার সম্পর্কে ধারণাঃ** ভারতের প্রতিটা নাগরিকের আধার ও তার লাভ সম্পর্কে ধারণা ও ভবিষ্যতে এর প্রয়োগ কীভাবে হবে তা স্পষ্ট করা সুনিশ্চিত করুন।
- **আধার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণাঃ** আধার তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া মানুষ কে বোঝান কেন ও কিভাবে তারা আধার পেতে পারে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিত করান।
- **সমান ধারণাঃ** দেশের প্রতিটা নাগরিকের ধারণা যেন সমান এবং সঙ্গত হয় তা সুনিশ্চিত করা।
- **নথিভুক্তির জন্য মানুষকে সক্রিয় করাঃ** আধার নম্বর পাওয়ার জন্য মানুষকে সক্রিয় করা।
- **নথিভুক্তি এবং প্রচারকদের সক্রিয় করাঃ** তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়ায় প্রচারকরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। এই প্রক্রিয়ায় তাঁদের সতেনতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি তাঁদের সক্রিয় করা হয়।

আধারের জনসংযোগ প্রক্রিয়ার সচিত্র নিদর্শন

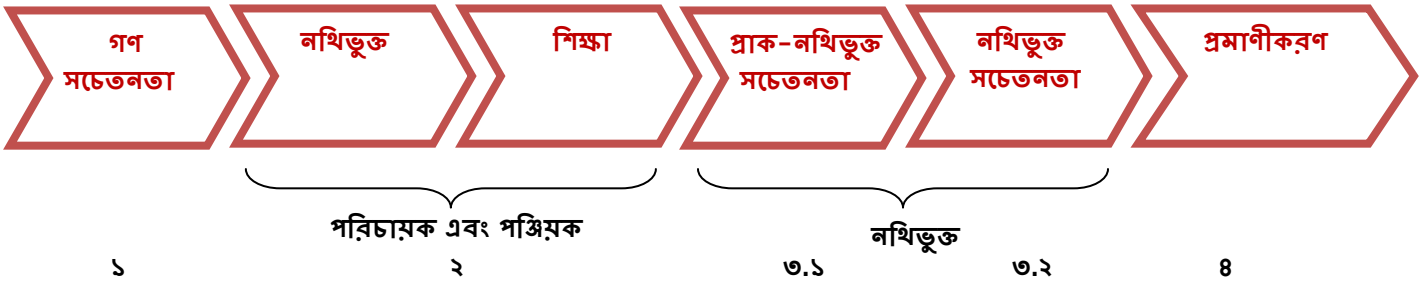

চিত্র ৮: আধার প্রক্রিয়ায় জনসংযোগের বিভিন্ন পর্যায়

সামগ্রিকভাবে ইউআইডিএআই-এর জনসংযোগ ও প্রচারের কৌশলের অন্তর্গত বিভিন্ন পর্যায়ের ওপরে প্রদর্শন করা হয়েছে।প্রত্যেকটি পর্যায়ের ভিন্ন নির্দিষ্ট অভিপ্রায় আছে। তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া পর্বে জনসংযোগ ও প্রচার তালিকাভুক্তি সংস্থার দায়িত্ব।

পর্যায় ১: জন সচেতনতা

উদ্দেশ্য: সব স্তরের নাগরিকদের মধ্যে সচেনতার প্রসারের অভিপ্রায়ে প্রথাগত প্রণালী গুলির ব্যবহার।

পরিকল্পনা: প্রকৃত তালিকাভুক্তির প্রায় ৩০ দিন আগে থেকে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন তারিখে তা প্রণয়ন করা যেতে পারে। তবে কিছু-কিছু অঞ্চলে জন সচনেতার প্রয়োজন না থাকতে পারে। এমন কিছু অঞ্চলের বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হলঃ

a. তালিকাভুক্তির জন্য চিহ্নিত বর্গ অত্যন্ত নির্দিষ্ট এবং সেই অঞ্চলের সমস্ত জনসংখ্যা এই প্রকল্পের লক্ষ নয়। এছাড়াও অবশিষ্ট নাগরিকদের যদি নিকট ভবিষ্যতে সম্মিলিত করার প্রয়োজন না থাকে তাহলে জন সচেতনতা কর্মসূচির প্রয়োজন নেই।

b. অঞ্চল যদি অত্যন্ত ছোট ও বিক্ষিপ্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় রেডিও বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে গণ সচেতনার একটা সীমিত প্রয়াস যথেষ্ট।

চ্যানেলঃ টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র, ইন্টারনেট ও টেলিকম (পরবর্তী খন্ডে বিস্তারিত বিবরণ)।

ভুমিকাঃ *ইউআইডিএআই* বিষয়বস্তুর রচনা ও তার সম্পাদনের জন্য *ডিএভিপি* এবং অন্য জাতীয় সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করবে।

পর্যায় ২: প্রচারক ও রেজিস্ট্রার কর্মীদের তালিকাভুক্তি ও আইইসি।

উদ্দেশ্যঃ প্রচারকদের ও রেজিস্ট্রার কর্মকর্তাদের এবং স্থানীয় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির তালিকাভুক্তি তাদের শিক্ষা।

পরিকল্পনাঃ এই কাজ তালিকাভুক্তির অন্তত ৪৫ দিন আগে করা উচিত এবং এর অন্তর্গত কী করনীয় তা নীচে উল্লেখ করা আছে।

- আধার সম্পর্কে তালিকাভুক্তি ও প্রশিক্ষণের আমন্ত্রণ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের একটি চিঠি।
- এই সংবাদ ছড়াতে অনুমানিত এক ঘন্টা লাগতে পারে এবং কেন্দ্রীয় তালুক স্তরের অঞ্চল থেকে শুরু করা উচিত। রেজিস্ট্রার কর্মকর্তা, তালিকাভুক্ত করার কর্মীগণ ও প্রচারক দের একসাথে একটা ব্যাচে প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে।

- একটা কোরাম সুনিশ্চিত করতে একাধিক গ্রামকে মিলিত করা উচিত।

রেজিস্ট্রার যদি বর্তমান তথ্য ভান্ডারের মাধ্যমে কেবল স্থানীয় বাসিন্দাদের তালিকাভুক্ত করেন তাহলে এই পর্যায় প্রচারকের সংযোগের প্রয়োজন হয়না। তবে, তা সত্যেও প্রভাবশালী দের চিহ্নিত করে তাদের নিযুক্ত করার প্রয়োজন তখনো হতে পারে।

চ্যানেলঃ সামাজিক সংযোগ (অডিও, ভীডিও, প্রশিক্ষণ, আইভিআরএস)- পরবর্তী খন্ডে বিস্তারিত বিবরণ

ভুমিকাঃ ইউআইডিএআই- এর সহায়তায় সরকারি কর্মীরা সহ রেজিস্ট্রার।

পর্যায় ৩.১ -তালিকাভুক্তির পূর্বে সচেতনতা

উদ্দেশ্যঃ তালিকাভুক্তির পূর্বে ও তালিকাভুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এই কাযে মানুষকে সক্রিয় করতে বিশেষ প্রভাব ফেলবে। এই পর্যায় নাগরিক গণ কোথায় ও কখন আর কিভাবে নিজের তালিকাভুক্তি করাবেন সে সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে সমস্ত তথ্য পাবেন।

পরিকল্পনা: প্রকৃত তালিকাভুক্তির ৭ দিন আগে এই কার্যকলাপ শুরু করা যেতে পারে। এই পর্যায় প্রতিটা সংযোগ মাধ্যমকে অত্যন্ত সক্রিয় থাকতে হবে। অতএব এই পর্যায় সংযোগের সমস্ত মাধ্যম কে সক্রিয় রাখতে হবে। সংযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যানার, পোস্টার, হোরডিং, দেওয়ালে লেখা, স্টল, সঙ্গীত ও নাটক ইত্যাদি থাকবে। (বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী খন্ডে)

ভুমিকা: রেজিস্ট্রারকে আগে থেকেই স্থানীয় ও রাজ্য সরকারের কর্মীদের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে যাতে স্থানীয় স্তরে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও পরিকাঠামো পাওয়া যায়।

পর্যায় ৩.২: তালিকাভুক্তি সচেতনতা

উদ্দেশ্য: এর কার্যকলাপ প্রধানত তালিকাভুক্তির দিন বুথ কেন্দ্রিক হবে।

পরিকল্পনা: ব্যানার, পোস্টার, পুস্তিকা, স্ট্যান্ডি, দোচালা, ভ্যান, ভীডিও ইত্যাদি। (পরবর্তী খন্ডে বিস্তারিত বিবরণ)

ভুমিকা: স্থানীয় ডিএভিপি, ডিএফপি (ডিপার্টমেন্ট অফ ফিল্ড পাবলিসিটি) সহ রেজিস্ট্রার, সঙ্গীত ও নাটক বিভাগ ও অন্য প্রাসঙ্গিক সংস্থা

পর্যায় ৪: আধারের প্রয়োগ

এটা তালিকাভুক্তির পরবর্তী পর্যায় যখন উপভোক্তা প্রকৃত আধারের প্রয়োগ শুরু করে এবং তার মর্ম ও প্রতিফল অনুভব করতে পারে। মুখ্য উদ্দেশ্য উপভোক্তা কে তার পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারে তা বোঝানো এবং তার ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

কিভাবে সচেনতা বৃদ্ধি করবেন?

সচেনতার প্রসার করতে একাধিক সংযোগ মাধ্যম ব্যবহারের প্রয়োজন হবে। তার মধ্যে কিছুর উল্লেখ নীচে করা হল।

a. **বেতার সম্প্রচার**: ঐতিহ্যগত ও নতুন সংবাদ মাধ্যম
b. **তথ্য**: সম্প্রচার সহ ও তার বাইরে তথ্যের উৎস
c. **উন্মুক্ত স্থান**: প্রতিটা উন্মুক্ত স্থানে স্থানীয় কার্যকলাপ
d. **বিনোদন**: সিনেমা, নাটক, সঙ্গীত এবং প্রাসঙ্গিক বিনোদন
e. **সামাজিক**: এক-এক করে ব্যক্তিগত ভাবে অথবা দল গড়ে বার্তালাপ
f. **ইউআইডিএআই সহায়তা পরিকাঠামো**: রেজিস্ট্রার এবং তালিকাভুক্তি সংস্থা পরিকাঠামো

ইউআইডিএআই-এর এর সচেনতা বৃদ্ধি ও জনসংযোগকারী দল প্রশিক্ষিত কর্মী, শিল্পকর্ম, বিষয়বস্তু ও নকশা প্রদান করবে।

স্থানীয় স্তরে তৈরি করা বিষয়বস্তু ইউআইডিএআই-এর অনুমোদন সাপেক্ষ

সংক্ষিপ্ত রূপ / আদ্যক্ষর সমষ্টি

শব্দ	ব্যাখ্যা
বিপিএল	দারিদ্র সীমার নীচে
সিআইডিআর	কেন্দ্রীয় পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ স্থল
ইজিওএম	অধিকৃত মন্ত্রীদের দল
এলআইসি	জীবন বিমা নিগম
পিডিএস	গণ বন্টন প্রণালী
এনপিআর	জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্ট্রার
এনআরই	জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন
ইউআইডি	অনন্য শনাক্তকরণ
ইউআইডিএআই	ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া